ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক

মাঠ মহড়ার স্ক্রিপ্ট

প্রনয়নে: ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

(স্টার্টফান্ড বাংলাদেশ ও আভাস এর রেডিনেস প্রোগ্রামের জন্য সামন্য আপডেটকৃত)

ধারা বর্ণনা:

ভৌগলিক অবস্থানগত কারনে, বাংলাদেশ নানাবিধ দুর্যোগের সুতিকাগার হিসেবে পরিচিত।এখানে ঘুর্ণিঝড় হয়, কালবৈশাখীর ঝড় হয়, এখানে জলচ্ছাস হয় বন্যা হয়। এখানে ভুমিকম্প হয় এখানে পাহাড় ধ্বস, বজ্রপাত হয়। তবে ভয়ভীতি নয় এসকল আনুসাঙ্গিক আপদ ও দুর্যোগ সাথে নিয়েই এদেশের মানুষ এগিয়ে চলেছে সামনে কাঙ্খিত উন্নয়নের সুসম যাত্রাপথে।

পাখির ডাক/ আজান/ নামাজ

ধারা বর্ণনা:

দিগন্ত পরিব্যাপ্ত সবুজের অবগুণ্ঠনে চির যৌবনা বাংলাদেশ। পৃথিবীর পরিবেশে অনিন্দ সুন্দর ভাস্বর। এখানে নদী, মাঠ, ঘাট, প্রান্তর, কোকিলের কুহুতান, প্রশান্ত আকাশের উদারতা এ দেশের মানুষকে করেছে সহজ সরল ভাবপ্রবণ।
গ্রাম বাংলার পথে প্রান্তরে, গাছের ছায়ায়, রাখালীয়া বাঁশি বাজায়।

বাঁশির সুর……

ধারা বর্ণনা:

একতারা হাতে বিবাগী বাউল উদাসী হয়।
গান- সাধের লাউ...

ধারা বর্ণনা:

বাংলাদেশের দক্ষিণে আদিগন্ত বঙ্গোপসাগর। সাগর সঙ্গমে বাংলাদেশের উপকুলভূমি। টেকনাফের সেন্টমার্টিন থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ভাঙ্গাভাঙ্গা বেলাভূমি। সাগর, মেখলা দ্বীপ ও চরাঞ্চলের অবস্থান। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এই উপকূলভুমি দিয়েই সমর্পিত হয়েছে সাগরে। নদী বাহিত পলি মাটির বিস্তারে বেলাভূমি উর্বর হয়েছে প্রতিনিয়ত। তাই তো এখানে সোনা ফলানো চরাঞ্চলে পরিতৃপ্ত কৃষক-কৃষাণী ঘর বেধেছে।

দোতরার সুর……

ধারা বর্ণনা:

ঘর বেঁধেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। জেলে-মাঝি কূলেকূলে, মোহনায়, সাগরের কাছাকাছি উত্তাল ঢেউয়ে মাছ ধরে তারা। সাচ্ছন্দ্য ও বৈচিত্র্যময় জীবনের সাথে পুলকিত হয়। রঙ-বেরঙের সওদা নিয়ে দূর বন্দর থেকে ভেসে আসে সওদাগরী নৌকা-সাম্পান।

ভাঙা-ভাঙা কূলে জলকে চলে গায়ের বাঁধুরা, শীত বিকেলের হংস-মিথুনের কলতানে মুখরিত হয় উপকূল ভূমি। চারিদিকে উথাল-পাথাল ঢেউ, মাঝে মাঝে উত্তাল সাগরের হুঙ্কার গর্জন। এরই মাঝে দুই কোটি উপকূলবাসী সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে চলেছে রোমাঞ্চকর এক জীবন সংগ্রামে।

বিয়ের গান- বিয়ার সাজনে সাজো কন্যালো…..
উহুমনা..উহুমনা..উহুমনা..
গান- গ্রামের নওজোয়ান……

মিউজিক…….

ধারা বর্ণনা:

এই মাঝে দুর্যোগ, দুরন্ত, দুর্বার প্রকৃতির ভয়াল রুদ্র নগ্ন আঘাত নেমে আসে সারা উপকূলব্যাপী। ভয়ঙ্কর তাণ্ডবনৃত্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় অগণিত মানুষের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ। স্বজন হারানোর গগনবিদীর্ণ হাহাকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়। আসে মৃত্যু, আসে ব্যাধি, আসে মহামারী।

১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১ ও ১৯৯৭ এরপর ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং ২০০৯ সালের ঘুর্ণিঝড় আইলা সহ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকারএবং অকল্পনীয় ক্ষয়-ক্ষতির নিদারুণ স্মৃতি আজও আমরা ভুলতে পারিনি।

১৯৭০ সালের মহাপ্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠিত করে। ২০০৭ সালে ঘুর্ণিঝড সিডরের পরে বাংলাদেশের অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা প্রকল্পে কাজ করছে, যার মধ্যে স্টার্ট নেটওয়ার্ক ও স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কাছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সহায়তা পৌছে দেয়া সহ, রেডিনেস ও আর্লিএ্যাকশন প্রোগ্রাম এখন উপকুলের কোটি কোটি মানুষের দুর্ভোগ কমিয়েছে, কমিয়েছে প্রানহানি ও সম্পদহানি।

এখন সাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলেই সিপিপি সহ বিভিন্ন এনজিওর নিবেদিতপ্রাণ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবগণ অত্যন্ত তড়িৎ গতিতে এবং সতর্কতার সাথে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থায় কোটি উপকূলীয় ঝুকিপূর্ণ জনসাধারণকে সাহায্য করে থাকে।

বাংলাদেশ বেতার, আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিঃ

মধ্যবঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি আজ সকাল ৭ ঘটিকার সময় সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম থেকে ১০৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্ধর থেকে ১০১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং মংলা সামুদ্রিক বন্দর থেকে ৯১৫ কি.মি. দক্ষিন, দক্ষিন-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। নিম্নচাপ কেন্দ্রের ৪৮ কিমি এর মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ কি.মি., যা দমকা বা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে ৬০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাগর উত্তাল রয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও মংলা সমুদ্র বন্দরকে ১ নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আমি আবার বলছি - চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও মংলা সমুদ্র বন্দরকে ১ নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। মধ্য বঙ্গোপসাগরের সব মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমুহকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হযেছে। আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিটি শেষ হলো।

ড্রামাঃ

স্বেচ্ছাসেবকঃ জমিলা মা, কোন দিকে যাইতাছো?

জমিলার মাঃ ঐ উত্তরপাড়ার যাই; কাম আছে।

স্বেচ্ছাসেবকঃ তুমি কি শুনছো সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হইছে?

জমিলার মাঃ না তো, শুনি নাই তো, তয় কি ঝড় হইবো?

স্বেচ্ছাসেবকঃ বড় ধরণের প্রস্তুতির জন্য সাহায্য সংকেতের অর্থ জানতে হইবো। তয় তোমারে তো এগুলা কইছিলাম, তোমার মনে আছে তা?

জমিলার মাঃ না, ভালো কইরাতো মনে নাই।

স্বেচ্ছাসেবকঃ তাহলে বিষয়ডা তোমারে আবার বুঝাইয়া কই।

জমিলার মাঃ হ্যা, কন।

স্বেচ্ছাসেবকঃ শোন- ১ থেকে ৩ নং সতর্ক সংকেতের সময় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকরা মুখে মুখে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকেতের কথা প্রচার করবে। এই সময়, অর্থাৎ ১ থেকে ৩ নং সতর্ক সংকেত চলাকালীন সময়ে কোনো সংকেত পতাকা উঠানো হইবো না।

জমিলার মাঃ এইবার বুঝার পারছি, কইতে থাকেন।

স্বেচ্ছাসেবকঃ ৪ নং সংকেত উঠলে ১টা পতাকা উড়বো।

জমিলার মাঃ আচ্ছা, বুঝার পারলাম। ১টা পতাকা দেখলে বুঝতে হইবো যে ৪ নং সংকেত চলতাছে।

স্বেচ্ছাসেবকঃ ঠিকমতোই বুঝতে পারছো। তবে দুই পতাকা দেখলে বুঝবা যে এইটা বিপদ সংকেত। এখন এই বিপদ সংকেত নিয়া রফিক তোমারে বুঝাইয়া কইবো।

রফিক: আর তিনটা পতাকা উঠানোর অর্থ হইলো মহাবিপদ সংকেত। লোকজনকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নিতে হইবো এবং অতি সত্তর নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে হইবো। কোনো প্রকার অবহেলা করা চলবে না।

স্বেচ্ছাসেবক ২: আর জানোতো মাস খানেক আগে আভাস এনজিও ষ্টার্ট ফান্ডের সহায়তায় এই ইউনিয়নের শেল্টারগুলার নিরাপদ পানি সবরাহ, বিদুৎ আর টয়লেটগুলা সংস্কার করছে। আশ্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন জরুরী মালামাল আইনা রাখছে।

তারপর, আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা, ব্রিজ মেরামত সহ, উদ্ধার করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে সার্চ এন্ড রেসকিউ বক্স দিছে। আশ্রয়কেন্দ্র আসা প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিগো সুবিধার লইগা আশ্রয়কেন্দ্রে হুইল চেয়ার, স্ক্রাচ আর ট্রেচারও দিছে। আর এলাকাদিয়া ৬০ জনেরে ভলান্টিয়ার ট্রেনিং রেসকিউ কিট দিয়া দিয়া প্রস্তুত রাখছে, তারাও সহায়তা করবো।

জমিলার মাঃ হ হ হ, এখন মনে থাকবো, আর ভুলুম না। এইসব কথা আমি গ্রামের সব মহিলাদের মধ্যে প্রচার কইরা দিমু।

বাংলাদেশ বেতার, আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিঃ

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপটি ঘুর্ণিঝড়ে রুপান্তরিত হয়ে কিছুটা উত্তর পশ্চিকদিকে অগ্রসর হয়ে গত মধ্যরাত নাগাদ কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৮৫০ কিলোমিটার চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে ৮৯০ এবং মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ৭৮৫ কিলোমিটার দুরত্বে পূর্ব-মধ্যবঙ্গেপসাগরে অবস্থান করছিল। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ১০০ কি.মি. এর মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬৫ কিমি এবং দমকা হওয়ার আকারে ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ঘুর্ণিঝড়টি আরো জোড়দার হয়ে উত্তর ও উত্তরপূর্বদিকে এগিয়ে আসতে পারে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজারকে, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমুহকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত নামিয়ে ৪ নং স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। আমি আবার বলছি ৪ নং স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিটি শুনলেন।

বাতাসের শব্দ....

পাগলঃ হা! হা! হা! কেয়ামত আসতাছে! কেয়ামত আসতাছে! আর রক্ষা নাই, কেউ বাঁচবা না। হুঁশিয়ার হইয়া যাও, সাবধান হও, সময় পাইয়েনা, সময় পাইবানা, আর সময় পাইবানা! হা হা হা.....

কামালঃ আসসালামু আলাইকুম চেয়ারম্যান সাহেবের।
চেয়ারম্যানঃ ওয়ালাইকুম আসসালাম, কামাল মিয়া, খবর কি? স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়া এত সকালে আমার বাড়িতে?
কামালঃ সমুদ্র নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে, কক্সবাজার সমুদ্র বন্দররে ৪ নং স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত দিছে।
চেয়ারম্যানঃ বুঝলাম, তয় কি করতে হবে- তাড়াতাড়ি বলো, আমাকে আবার উপজেলোয় যেতে হবে। ইউএনও সাহেব জরুরি সংবাদ পাঠাইছে।
কামালঃ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরি সমন্বয় সভা করা দরকার।
চেয়ারম্যানঃ ঠিক আছে, তোমরা এখন স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়া এলাকায় মাইকিং করার ব্যবস্থা করো। আমি সকল মেম্বারদেরকেও মাইকিং করার জন্য বলে দিচ্ছি।

স্বেচ্ছাসেবক (১): আমরা প্রচারের ব্যবস্থা নিচ্ছি। আভাস আর স্টার্টফান্ড গতমাসে শেল্টারগুলার বিদ্যুৎ, পানির লাই আর টয়লেটগুলা ঠিক কইরা রাখছে কিন্তু।আর কিছু মালামালও দিছে। সেইগুলার কি অবস্থা দেখতে হইবো। সার্চ রেসকিউ বক্সগুলাও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে আছে, বাতাস শুরু হইলে গাছ পড়বো তখন রাস্তা পরিস্কার করা লাগবো।
চেয়ারম্যানঃ সিগনাল বাড়লে আমাকে জানাইয়ো।
কামালঃ তয় আমরা এখন যাই; আসসালামু আলাইকুম।
চেয়ারম্যানঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

বাংলাদেশ বেতার, আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিঃ

পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ঘূর্ণিঝড়টি আরো জোরদার হয়ে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের আকার ধারণ করে কিছুটা উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেছে। প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়টি আজ সকাল ৬ টায় কক্সবাজার সামুদ্রিক বন্দর থেকে ৩৩০ কিলোমিটার, চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর থেকে ৩৮০ কিলোমিটার এবং মংলা সামুদ্রিক বন্দর থেকে ৩১০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করছিল। ঘূর্ণিঝড়টির ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের সর্বাধিক গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়ার আকারে ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ঘূর্ণিঝড়টি আরো জোরদার হয়ে উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হতে পারে। মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরের জন্য ৭ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের জন্য ৬নম্বর বিপদ সংকেত এবং কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ৫ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আমি আবার বলছি– মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরের জন্য ৭ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে আর চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের জন্য ৬নম্বর বিপদ সংকেত এবং কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ৫ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

হামদ ও নাতে রাসুল (সঃ): দে পানাহ দে ইয়া ইলাহি দে পানাহ....

বাংলাদেশ বেতার, আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিঃ

উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়টি আরো জোড়দার হয়ে হারিকেনের রূপ নিয়ে আরো উত্তপূর্বদিকে এগিয়ে এসে আজ সকাল ১১ টায় কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে ২১০ কিলোমিটার, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে ২৮০ কিলোমিটার এবং মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ১৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ- পশ্চিমে অবস্থান করছিল। প্রলয়ংকারী এই হারিকেনটির ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়ার আকারে ২১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশোর উপকূলীয় বিস্তীর্নঅঞ্চল এই হেরিকেনের প্রভাব বলয়ের মধ্যে এসে গেছে। হেরিকেন গতি সম্পন্ন এই প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়টি আরো জোড়দার হয়ে উত্তর ও উত্তর প-র্বদিকে এগিয়ে এসে আজ বিকেল বা সন্ধ্যা নাগাদ মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরের উপকুলভাগ অতিক্রম করতে পারে। মংলা ও পায়রা বন্দরের জন্য ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত এবং ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। সামুদ্রিক বন্দর মংলাকে ০৮ নং মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার উপকূলবর্তী এলাকা ও নিম্নাঞ্চল সমুহ স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে অতিরিক্ষ ৮--১০ ফুট পানিতে নিমজ্জিত হতে পারে। ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে সাগর অতি উত্তাল থাকবে এবং উপকুলীয় এলাকা অত্যাধিক বিক্ষুব্ধ ও ঝোড়ে হাওয়া বইতে পারে। জনসাধারণকে সর্বোচ্চ দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি শেষ হলো।

স্বেচ্ছাসেবকের প্রচারঃ

ভাইসব, ভাইসব, আজ রাতের মধ্যেই মহাপ্রলয়ঙ্করী তুফান এই এলাকার উপর দিয়া বইয়া যাইবো। কক্সবাজার ও চট্টগ্রামকে ১০ নং মহাবিপদ সংকেত দিছে, তোমরা সবাই প্রস্তুত হইয়া যাও। তোমরা সবাই নিরাপদ আশ্রয়স্থলে যাও।

সাইরেন বাজছে.....
ঝড়ের শব্দ, মানুষের চিৎকার ও মৃত্যুর আর্তনাদ (মিউজিক) .....
ঝড় শেষ.....

স্বজন হারাদের হাহাকার, আর্তচিৎকার, প্রকৃতির এলাকা.....
আহত, নিহত ও নিখোঁজদের উদ্ধার, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা.....

ত্রাণ বিতরণ.....

ধারাবর্ণনাঃ

আজ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক আচরণ নিরূপণ অথবা এর প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসক্ষমতা লাঘব করার কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এর হাত থেকে বাঁচার এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর একমাত্র পথ হচ্ছে সঠিক সময়ে সাধ্যমতো প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ কোটি মানুষ অধ্যুষিত এই উপকুলের প্রাকৃতিক অবস্থান যোগাযেগ ব্যবস্থা সহ নানাবিধ সমস্যা এমন প্রকট যে দুর্যোগের সময়ে উপুলবাসীরা নিজেদের কে প্রকৃতির হাতে সপে দেয়া ছাড়া আর কোন পথ খুজে পায় না। প্রকৃতির এই রুদ্র তান্ডব আমাদের শত্রু। এবং এই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকরে টিকে থাকতে হলে, একে আমাদের

ভালো করে চিনতে হবে। এবং এর সঠিক আগমণ বার্তা জেনে তরিত গতিতে সবাইকে ব্যাক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতিমূল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- ♣ নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে নিয়মিত রেডিও ও টিভির আবহাওয়া বার্তা শুনুন।
- ♣ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক প্রদত্ত/প্রচারিত নির্দেশাবলী মেনে চলুন এবং তাদের সর্বত্মক সহায়তা করুন।

- ♣ অপসারণ নির্দেশ পাওয়া মাত্রই নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করুন।
- ♣ বাড়ির আশেপাশে ছড়ানো-ছিটানো টিন, বাঁশের টুকরা, কাঠ ইত্যাদি গুছিয়ে বেঁধে রাখুন।
- ♣ ঝড়ের পুর্বে গৃহপালিত জীব-জন্তুর বাঁধন খুলে দিন।
  ঝড়ের পুর্বে পরিমান মতো প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রেব্য এবং নিরাপদ পানি পানি নিরোধক পাত্রে মাটির নিচে পূতে রাখুন।
- ♣ নতুন চরাঞ্চলে বসতি স্থাপন পরিহার করুন।
- ♣ সারা উপকূলব্যাপী ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করুন।
- ♣ মনে রাখবেন- নিজের জীবন রক্ষার জন্য নিজেকেই সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আসতে হবে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক সয়ং-সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পূর্বেই আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে।

র‍্যালি.....

–: সমাপ্ত :–